দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...31 OCT 1989
পৃষ্ঠা... 2 ... কলাম .. 2 ...

# প্রাথমিক শিক্ষাচিত্র

চুয়াডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাসহ ৪টি উপজেলায় মোট ২শ', ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও আছে বেশ কিছু সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে আশঙ্কাজনক হারে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রাথমিক স্তরে এই ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের বিষয়টি আমাদের মতো একটি শিক্ষায় অনগ্রসর দেশের জন্য নিঃসন্দেহে বিশেষ উদ্বেগের কারণ। কেননা এখন পর্যন্ত দেশে শিক্ষিতের হার মাত্র বিশের কোঠায়। এই শিক্ষাবঞ্চিত দেশে যদি প্রাথমিক স্তরেই ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা সকলের জন্যই দুশ্চিন্তার বিষয় না হইয়া পারে না। আসলে ইহা কেবল চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরই চিত্র নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরও এই একই অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র হ্রাসের কথা ইতিপূর্বেও জানা গিয়াছে। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনাতেও প্রাথমিকস্তরে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়েই ড্রপ আউট বা স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিলো। ইহা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ একটি দেশের শিক্ষাজীবনের হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ছাড়া যে আর কিছুই নয় তাহাও সম্ভবত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

চুয়াডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির যে করুণ ও শোচনীয় অবস্থার কথা জানা গিয়াছে, বলাবাহুল্য, তাহাও এই হতাশাজনক চিত্রকেই আরো স্পষ্ট ও পরিস্ফুট করিয়া তোলে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা-উপকরণসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, বই-খাতা-কলমসহ কাগজের মূল্যবৃদ্ধি সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। জানা গিয়াছে, টিনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দেওয়া যে স্কুলঘরগুলি ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলো সেগুলি আর সংস্কার করা হয় নাই। পাকা বিদ্যালয় ভবনগুলিও সংস্কার না করায় ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গাছতলায় ক্লাস করিতে হয়। অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারি, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি নাই। অনেক জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের মেঝেতে বসিয়াই ক্লাস করিতে হয়। শিক্ষকদের জন্যও চেয়ার নাই। তাছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যে একটি করিয়া পাঠাগার থাকা আবশ্যক, অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ স্কুলে তাহার কোনো অস্তিত্ব নাই।

ইহাই হইতেছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি সাধারণ চিত্র। এই অবস্থায় দেশের শিক্ষার প্রসার বা উন্নতি কি করিয়া আশা করা যায়? ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার একটি ঘোষণা বা শ্লোগান শোনা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবে তাহার কোনো লক্ষণই চোখে পড়ে না। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত চিত্রই প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের বিষয়টিকে তাই কোনোমতেই হাল্কা করিয়া দেখার উপায় নাই। যে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি বড়ো সমস্যা এবং শিক্ষার প্রসার একটি বড়ো কর্তব্য, সেদেশে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা যে কোনো দৃষ্টিকোণ হইতেই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বিষয়। শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট দূর করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন, ইহাই সকলের কাম্য।